দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 10 MAY 2009
পৃষ্ঠা: ১৬

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষাবিদদের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। গতকাল (শনিবার) রাজধানীতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ প্রশ্ন তোলা হয়। বক্তারা বলেন, এ কমিটিতে যারা রয়েছে কারো কারো শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এদের পৃঃ ১৫ কঃ ৩

শিক্ষানীতি প্রণয়ন

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অধিকাংশকেই শিক্ষা নিয়ে ভাবতে ও লিখতে দেখিনি। আলোচনা সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেছেন, কওমী মাদ্রাসায় দেয়া শিক্ষা কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমিক সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সরকার গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা এবং সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, যাদের দিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে প্রত্যাশা পূরণ হবে না।

সেগুনবাগিচার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি' শীর্ষক ওই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি প্রফেসর অজয় রায়। এতে প্রফেসর ড. ম আখতারুজ্জামান, ড. হামিদা হোসেন, বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, শিক্ষক সমিতির নেতা এমএ আউয়াল, এমএ বারী, আওয়ামী লীগ নেতা অসীম কুমার উকিল, শফি আহমেদ, জাসদ নেতা নাজমুল হক প্রধান প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে রাশেদ খান মেনন বলেন, দেশের ভেতরে যে মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া হোক, সেখানে কি এবং কোন ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই রাষ্ট্র ও সমাজকে জানাতে হবে। তিনি বলেন, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে তা সাহসের সাথেই মোকাবিলা করতে হবে।

প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'কমিটির টপ টু বটম যারা রয়েছেন, তারা কখনো দেশের শিক্ষা নিয়ে ভাবতে, বলতে এবং লিখতেও দেখিনি; শুনিনি।' কমিটির ২/৩ জন সম্পর্কে শুরুতেই প্রশ্ন উঠলেও সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি বলেন, সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকলে ভাল কিছু আশা করা যায় না। প্রফেসর হোসেন আরও বলেন, এ কমিটিতে এমনও সদস্য রয়েছেন যারা এখনো অতীতে কোন গবেষণাও করেনি, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রফেসর অজয় রায় বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের ব্যাপারে শুরু থেকেই ছাড় দেয়ার কারণে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ করে কওমী ব্যবস্থাকে অবশ্যই জাতীয় কারিকুলামের আওতায় আনতে হবে। সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, স্বাধীনতার পর বড় আঘাত হয়েছে শিক্ষার ওপর। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন তা শুরুতেই বাস্তবায়িত করতে অনীহার কারণেই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।